63

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 APR 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭



উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সংকট

# পছন্দসই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যেন সোনার হরিণ

উচ্চ শিক্ষা এমনিতেই যেন এক সোনার হরিণ। চলতি বছর অর্থাৎ ৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে এ সোনার হরিণের নাগাল পাওয়া আরো বেশি কন্টকাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসনের স্বল্পতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি ভর্তিচ্ছুকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। চলতি বছর এ ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র এর মতো যুক্ত হয়েছে আরো নানা বিড়ম্বনা। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলেও এবার এক সরকারি নির্দেশে জানানো হয়, কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না। অথচ শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সেই নির্দেশ সাধারণ সরকারি কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। এ ঘোষণার মাসখানেক পর মেডিক্যাল কলেজ বুয়েটসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জানিয়েছে, তারা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করবে। শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলো সরকারি নির্দেশ মোতাবেক ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

কেবল ভর্তি পরীক্ষা হবে কি হবে না এ নিয়ে বিড়ম্বনাই শেষ নয়, বিড়ম্বনা ভর্তি প্রক্রিয়াতেও। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র বিক্রি অসমাপ্ত অবস্থায় স্থগিত হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করতে হয়েছে। জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ভর্তি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, অসহযোগ আন্দোলনের পর আরো এক সপ্তাহ আবেদনপত্র বিক্রির জন্য সময় দেয়া হবে। মেডিক্যাল কলেজসমূহও যথাশিগগিরই ভর্তি পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করবে। এপ্রিল নাগাদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সার্কুলার দেবে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও নতুন করে পরীক্ষার তারিখ দেবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

যেসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে ঃ অন্য যে কোন বছরের চেয়ে এবার প্রতিযোগিতা বেড়েছে। চলতি বছর বুয়েট প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ৩৫শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্য তারাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে সর্বমোট ৪৪৩ নম্বর পেয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫শ' টি আসনের ১০ গুণ পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়াতে কেবল তারাই পরীক্ষা দিতে পেরেছে যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় সর্বমোট নম্বর ছিলো ১৪শ' ৬ কিংবা তার বেশি।

চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে ২ লাখ ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী কোথাও এমন কি পাসকোর্সেও ভর্তি হতে পারবে না- এর কারণ আসনের স্বল্পতা, আবার উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় অর্থাৎ সম্মান পর্যায়ের আসন রয়েছে মাত্র ১৩ হাজার। এই ১৩ হাজার আসন নিয়েই হবে প্রতিযোগিতা- জীবনমরণ লড়াই।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর হতে কোথাও ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত ভর্তিচ্ছুর যেমন নেই ভর্তির নিশ্চয়তা তেমনি নেই ভোগান্তির কমতি। একেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেক সময় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ফলে শিক্ষার্থীকে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করতে হয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক চাপের পাশাপাশি অর্থ ও সময়ের যে অপচয় হয় তা বলা বাহুল্য। একই সাথে এ প্রক্রিয়ায় কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে অধিকতর পছন্দনীয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়ে চলে যাবার পর প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটির আসন নষ্টও হচ্ছে।

— সারোয়ার হোসেন